যুগান্তর
প্রিন্ট: ৩০ জুলাই ২০২৬, ১১:৪৫ এএম

শিক্ষাঙ্গন

নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দুপক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষ

Advertisement

জাককানইবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ২৯ জুলাই ২০২৬, ১০:১৬ পিএম

ময়মনসিংহের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাককানইবি) ছাত্রদলের দুইপক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটিতে ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত নেতাকর্মীদের অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ ও ব্যক্তিগত বিরোধকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এ সংঘর্ষকে ঘিরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে ছাত্রদলের কর্মী সাব্বির ও আবু সাঈদের ব্যক্তিগত বিরোধকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিষয়টি সমাধানের জন্য সদস্য সচিব মারুফ হাসানের (মামুন সরকার) উপস্থিতিতে উভয়পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। বৈঠকের একপর্যায়ে যুগ্ম আহ্বায়ক ইসরাফিল হোসাইনসহ কয়েকজন নেতার সঙ্গে রাব্বি নামে এক কর্মীর বাগবিতণ্ডা ও অসৌজন্যমূলক আচরণকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে তা হাতাহাতি ও মারধরের ঘটনায় রূপ নেয়।

এর জের ধরে পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের ডাইনিংয়ে খাবার খাওয়ার সময় ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল কর্মী রাব্বির ওপর প্রতিপক্ষের হামলার ঘটনা ঘটে। হামলার এ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ পরে সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায় লাঠিসোটা হাতে একদল ছাত্রদলকর্মী তাকে মারধর করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনার সূত্রপাত ব্যক্তিগত বিরোধ থেকে হলেও পরে তা ছাত্রদলের দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে রূপ নেয়। নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণার মাত্র ২০ দিনের মাথায় এমন ঘটনা সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে।

ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাসেল রানা বলেন, ঘটনার সূত্রপাত মূলত সাব্বির ও আবু সাঈদের ব্যক্তিগত বিরোধকে কেন্দ্র করে। অভিযুক্ত রাব্বি আগে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এছাড়া সাংবাদিকেদের ওপর হামলার অভিযোগে তিনি বহিষ্কৃতও হয়েছিলেন। ৫ আগস্টের পর তিনি ছাত্রদলের রাজনীতিতে যুক্ত হন। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জেরে উভয় পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্য তৈরি হলে সদস্য সচিব মারুফ হাসানের (মামুন সরকার) উপস্থিতিতে বিষয়টি মীমাংসার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে বৈঠকের একপর্যায়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তা মারধরের ঘটনায় রূপ নেয় এবং পরদিন আবারও সংঘর্ষ বাধে।

এদিকে ছাত্রদলের একটি পক্ষের অভিযোগ, নবগঠিত কমিটিতে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকর্মীদেরও ছাত্রদলের রাজনীতিতে যুক্ত করা হচ্ছে বলে তারা দাবি করেন। তবে এ অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিবের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে তার মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ছাত্রদলের সদস্য সচিব মামুন সরকার বলেন, ঘটনাটি ইতোমধ্যে সমাধান হয়েছে। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে যাই। পরে উভয়পক্ষের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। এখন বিষয়টি প্রশাসনিকভাবে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ঘটনার বিষয়ে অভিযুক্ত রাব্বির সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তারা সাড়া দেননি।